তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৯৬

**বোরো ধানের উৎপাদন বাড়াতে কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করার নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

            বোরো ধান, তেল, ডালসহ মসলাজাতীয় ফসল এবং অপ্রচলিত ফসলের উৎপাদন বাড়াতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, ফসলের আবাদের এলাকা বাড়ানোর সাথে সাথে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। শুধু গতানুগতিক কাজের মধ্যে আটকে না থেকে সৃজনশীল হয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। কফি, কাজুবাদাম, ড্রাগনফল প্রভৃতি অপ্রচলিত অর্থকরী ফসলের চাষ ছড়িয়ে দিতে হবে। কোন্ ফসল কোন্ কোন্ জায়গায় ভালো উৎপাদন হয় তা চিহ্নিত করতে হবে।

            কৃষিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ‘কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ'  প্রকল্প এ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিসচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বাজারে পর্যাপ্ত চাল রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন চালের দাম কেন বাড়ছে তার কারণ খতিয়ে দেখা দরকার। এ বিষয়ে কর্মকর্তাদেরকে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিখাতের উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। করোনা মোকাবিলায় এ বছর কৃষিখাতে রেকর্ড পরিমাণ প্রণোদনা দিয়েছে সরকার। যার ফলে করোনার সময়েও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ'র সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, প্রকল্প পরিচালক খাইরুল আলম প্রিন্স প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/সাহেলা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৯৫

**রাষ্ট্রপতির কাছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের নিকট আজ বঙ্গভবনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে কমিশনের এক প্রতিনিধিদল কমিশনের ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯’ পেশ করেন।

 সাক্ষাৎকালে ইউজিসি চেয়ারম্যান গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার অগ্রগতিসহ কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। করোনাকালে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রম যাতে অব্যাহত রাখতে পারে সেজন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ হাজার ১৫০ জন শিক্ষার্থীকে মোবাইল কেনার জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে বলে ইউজিসি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতিকে জানান।

 রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা কোনো বাণিজ্যিক পণ্য নয়। তাই শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে আপোস করার কোনো সুযোগ নেই। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ অনিয়মের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, যোগ্য প্রার্থীরা যাতে নিয়োগ পায় তা নিশ্চিত করতে অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও এর গুণগত মান নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোনো অনিয়ম দূরীকরণে জোরালো ভূমিকা রাখার জন্য ইউজিসি-কে পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি ইউজিসি-র সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

 রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামীম উজ জামান, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৯৪

**চিলমারীতে শীতার্তদের মঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

চিলমারী (কুড়িগ্রাম), ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন আজ তাঁর নির্বাচনী এলাকা কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় শীতার্ত দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে উপহার হিসেবে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। শীতার্ত বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও অসহায় শিশুদের মাঝে তিনি কম্বল, চাদরসহ অন্যান্য শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

 শীতবস্ত্র বিতরণকালে শীতার্ত মানুষের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শীতে যাতে কষ্টে দিনাতিপাত করতে না হয় এ জন্য সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে। এ শীতে আপনারা অমানবিক কষ্ট করবেন, তা মেনে নেয়া যায় না। শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে এসেছি আপনাদের পাশে দাঁড়াতে। তিনি বলেন, শীতের এই তীব্রতা বেশি কাবু করে নিম্ন আয়ের মানুষকে।

 এ সময় প্রতিমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন চিলমারী উপজেলার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

 পরে প্রতিমন্ত্রী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চিলমারী উপজেলা অফিস ভবনের উদ্বোধন করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৯৩

**গণমাধ্যম হলো দেশ ও সমাজের আয়না**

 **-- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আর বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে এ উন্নতি অবলোকন করছে, যখন মাথাপিছু আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভসহ বিভিন্ন সামাজিক অগ্রগতির সূচকে প্রতিবেশী দেশসমূহকে পেছনে ফেলে দিয়েছে ঠিক তখনই ৭১’র পরাজিত সাম্প্রাদায়িক অপশক্তি বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথকে রুদ্ধ করতে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মুখোশ উন্মোচন করতে, অপপ্রচারের জবাব দিতে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ গণমাধ্যম হলো দেশ ও সমাজের আয়না।

 তিনি আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে দৈনিক জনতার আদালত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্র, গণমানুষ ও গণমাধ্যম অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। এর যে কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অপরগুলোও অক্ষত থাকতে পারে না। তাই বর্তমান সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট। পাশাপাশি গণমাধ্যমকেও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে জনমত সৃষ্টিতে কাজ করতে হবে।

 পত্রিকার সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন কৃষক লীগ সাধারণ সম্পাদক উন্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া, কৃষক লীগ সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ, সাংবাদিক মানিক লাল ঘোষ প্রমুখ।

#

তুহিন/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৯২

**সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

 আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি মিলনায়তনে ‘সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি, যৌতুক ও বাল্যবিবাহসহ সামাজিক সমস্যা নিরসনে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়া। বঙ্গবন্ধুর সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে সবাইকে নিজের কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে।

 অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ। অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নবনিযুক্ত বোর্ড অভ্ গভর্নরসের গভর্নর এ এফ এম ইয়াহিয়া চৌধুরী (অবঃ অতিঃ সচিব), মোঃ শাহজাহান সিদ্দিকি বীর বীক্রম (অবঃ সচিব), মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার, মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আলতাফ হোসেন চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব ও প্রকল্প পরিচালক ফারুক আহম্মেদসহ বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক ও কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

আনোয়ার/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/ ২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৯১

গোপালগঞ্জে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পূর্তকাজ উদ্বোধন করেছেন কৃষিমন্ত্রী

**চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

গোপালগঞ্জে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পূর্তকাজ উদ্বোধন করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের (বারি) আওতায় এ গবেষণা কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় কৃষিমন্ত্রী বলেন, গোপালগঞ্জ উন্নয়নের দিক দিয়ে কিছুটা বঞ্চিত। তার কারণ হলো ১৯৭৫ এর পরে সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসকরা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান হওয়ার কারণে ঐ সময়ে গোপালগঞ্জে উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর  গোপালগঞ্জের উন্নয়নের চেষ্টা করছেন। কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, এই কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে গোপালগঞ্জসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির প্রকৃতি ও জলবায়ু অনুযায়ী কৃষি প্রযুক্তি ও ফসলের জাতের উদ্ভাবন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা কাজ ত্বরান্বিত হবে। এখানে গবেষণা শুরু হলে দক্ষিণাঞ্চল অনেক উপকৃত হবে। বাংলাদেশের একেক জেলার ভূ-প্রকৃতি একেক রকম; সে জন্য এলাকাভিত্তিক গবেষণা হওয়া দরকার; সে লক্ষ্যেই এই গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে।

পরে ধান-চালের দামের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন,  এই বছর কয়েক দফা লাগাতার বন্যা ও ৫ মাসব্যাপী অতি বৃষ্টিতে আউশ ও আমন ধানের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার হেক্টর জমির আমন ধান নষ্ট হয়েছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫ থেকে ২০ লাখ মেট্রিক টন ধান কম উৎপাদন হওয়ায় চালের দাম কিছুটা বেশি। বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে ধানের দাম অনেক বেশি। এই ঘাটতি মেটাতে সরকার ৫ থেকে ৬ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি করবে। কারণ এই ঘাটতি না মেটাতে পারলে মিলার, আড়াতদার ও চাল ব্যবসায়ী যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তারা চালের দাম বাড়ানোর সুযোগ পাবে। ইতিমধ্যে, এই ভরা মৌসুমেও নানান কারসাজি করে মিলাররা চালের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

ড. রাজ্জাক বলেন, সরকার চালের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চাল আমদানির শুল্ক কমিয়ে শতকরা ২৫ ভাগ করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরকেও চাল আমদানির সুযোগ দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে আমদানি করা চাল বাজারে আসা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, ওএমএসের আওতায় চাল বিক্রির কার্যক্রম চলছে।  চালের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে, দ্রুত আমদানি করে এই ঘাটতি মেটাতে পারলে এবং বাজারে সরবরাহ বাড়াতে পারলে চালের মূল্য স্বাভাবিক হয়ে আসবে  এবং নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতায় আসবে। দেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভবিষ্যতেও যাতে খাদ্য নিয়ে কোনো সমস্যা না হয় সেজন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী আরও বলেন, আগামী বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ বাড়ানো হবে এবং ২ লাখ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধান চাষের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে উৎপাদন বাড়াতে প্রায় ৭৬ কোটি টাকার হাইব্রিড ধানবীজ বিনামূল্যে কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। আশা করি আগামী মৌসুমে বোরোর বাম্পার ফলন হবে।

এর পরে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে শতকরা ২২ ভাগ। যেখানে জাতীয় গড় অগ্রগতি প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ।

#

কামরুল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৯০

**ভ্যাক্সিন প্রদানে সরকারের যথাযথ প্রস্তুতি রয়েছে**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘জানুয়ারি শেষে অথবা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই দেশে ভ্যাক্সিন আসবে। আগামী ৬ মাসে পর্যায়ক্রমে দেশে ৩ কোটি ভ্যক্সিন আসবে। এই ভ্যাক্সিন মানুষের কাছে সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্য সরকারের যথাযথ প্রস্তুতি রয়েছে।’

 মন্ত্রী আজ মহাখালীস্থ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ২টি ভ্যাক্সিন ল্যাব পরিদর্শন শেষে প্রেস ব্রিফিংকালে এসব কথা জানান।

 এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরো বলেন, ‘ভ্যাক্সিন প্রদানের জন্য আমাদের প্রশিক্ষিত জনবল রয়েছে, ভ্যাক্সিন রাখার স্টোর প্রস্তুত করা হয়েছে, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখতে কোল্ডবক্স ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে। কিভাবে ভ্যাক্সিন দেয়া হবে তার জন্য একটি গাইডলাইনও প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা ভ্যাক্সিন প্রদানে সরকারের সমালোচনা করছে তারা সঠিক তথ্য না জেনেই কথা বলছে।’

 ভারতে সিরাম ইনস্টিটিউট থেকে ভ্যাক্সিন নেয়ার পাশাপাশি বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক কো-ভ্যাক্স ভ্যাক্সিন পাওয়া প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আগামী মে-জুন মাসের দিকে বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশের জন্য কো-ভ্যাক্স ভ্যাক্সিন পাঠানো হবে। চলমান অক্সফোর্ড ভ্যাক্সিনের পাশাপাশি কো-ভ্যাক্স ভ্যাক্সিন চলে এলে দেশের প্রায় অধিকাংশ মানুষেরই ভ্যাক্সিন প্রাপ্তি ঘটবে।’

 ১৮ বছরের নিচে, প্রেগন্যান্ট মহিলা ও বিদেশে থাকা নাগরিকদের পরিসংখ্যান উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশে বর্তমানে ১৮ বছরের নিচে রয়েছে প্রায় ৩৭ ভাগ মানুষ, ৩০ লাখের মতো মহিলা গর্ভবর্তী এবং প্রায় কোটি মানুষ বিদেশে থাকায় অক্সফোর্ড ও কো-ভ্যাক্স ভ্যাক্সিন দিয়ে দেশের প্রায় সব মানুষেরই ভ্যাক্সিন প্রাপ্তি ঘটবে। তবে, এসব কিছুর পরও মানুষকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করা অব্যাহত রাখতে হবে।’

 ব্রিফিংকালে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত জরিপে বাংলাদেশের সাফল্য উল্লেখ করে জানান, ‘কোভিড মোকাবেলায় বাংলাদেশ যে সফল হয়েছে সেকথা এখন কেবল আমরা নই, খোদ আমেরিকার সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গ গত ৪-৫ মাসের বিশ^ব্যাপী কোভিড জরিপ শেষে বাংলাদেশকে কোভিড মোকাবেলায় ২০তম হিসেবে ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এক নম্বর দেশ হিসেবে কৃতিত্ব দিয়েছে। এটি আমাদের জন্য বিরাট স্বীকৃতি। এই জরিপে খোদ আমেরিকাই রয়েছে ৪০তম অবস্থানে, ইউকে রয়েছে ৩৯তম অবস্থানে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, শ্রীলংকা, মিয়ানমার এই দেশগুলোরও উপরে রয়েছে। এই কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার, এই কৃতিত্ব দেশের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের, এই কৃতিত্ব মিডিয়াসহ সকল করোনা যোদ্ধাদের।’

 এর আগে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরির ভ্যাক্সিন উইং ও ড্রাগ টেস্টিং উইংয়ের Art of Excellence of Testing facility পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরির ড্রাগ টেস্টিং উইং মার্চ, ২০২০ সালে WHO (World Health Organiæation) Prequalification অর্জন করায় এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত হওয়ায় ও আমেরিকান অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (ANAB) কর্তৃক ISO/IEC 17025:2017 Accreditation সনদ পাওয়ায় অভিনন্দন জানান।

 পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ মাহাবুবুর রহমানসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সময় ল্যাবে কর্তব্যরত গবেষকদের কাছে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার খোঁজ-খবর নেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন।

#

মাইদুল/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৮৯

**সকল বাঁধ প্রকল্পে বৃক্ষরোপণ চলমান থাকবে**

 **-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল বাঁধ প্রকল্পে বৃক্ষরোপণ চলমান থাকবে। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে সাতক্ষীরায় দেখা গেছে যেসব এলাকায় বনায়ন ছিলো সেখানে নদী তীর ভাঙন কম হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতিও কম হয়েছে। তাছাড়া আম্ফানে সুন্দরবন বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা হয়ে কাজ করেছে।

 আজ ঢাকার গ্রিনরোডস্থ পানি ভবনে মুজিববর্ষ উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক এসব কথা বলেন।

 বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা থেকে রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মনে করে, নদীভাঙন থেকে মানুষকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ করতেই হবে।

 উল্লেখ্য, গত ১৬ জুলাই মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী "জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি- ২০২০" -উদ্বোধনের মাধ্যমে সারাদেশে ১ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দশ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। গত এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬১০ টি গাছ রোপিত হয়েছে।

 প্রসঙ্গত, সর্বোচ্চ বৃক্ষরোপণের তালিকায় সারাদেশে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে বরিশাল জোন, খুলনা জোন এবং চট্টগ্রাম জোন। পওর বিভাগীয় তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে বরগুনা পওর বিভাগ, বাগেরহাট পওর বিভাগ এবং খুলনা পওর বিভাগ-২।

 এর আগে অনুষ্ঠানের সভাপতি সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শেষে বিজয়ীদের মাঝে সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয়।

 এ সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রোকন উদ দৌলা, অতিরিক্ত সচিব মন্টু কুমার বিশ্বাস, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ এম আমিনুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ হাবীবুর রহমান-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসিফ/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৮৮

**বেগম জিয়ার অদক্ষতার কারণে বিনামূল্যে সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ পায়নি বাংলাদেশ**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, দেশে বিনামূল্যে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের সু্যোগ আসলেও তৎকালীন সরকারের অদূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে তা বাস্তবে রূপ নেয়নি।

 মন্ত্রী আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সকল উপজেলা পরিষদে নবনির্মিত কমপ্লেক্স ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ তলায় চার হাজার বর্গফুট ফ্লোর এরিয়া ব্যবহার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, দেশে এক সময় সাবমেরিন ক্যাবল বিনা পয়সায় স্থাপনের সুযোগ তৈরি হলেও তৎকালীন সরকারপ্রধান বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, এটির সংযোগ হলে দেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে এবং তথ্য পাচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার অদূরদর্শিতার কারণে এই সুযোগ থেকে দেশ এবং দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি এই উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। কিন্তু ঐ সময়ে পৃথিবীর অনেক দেশ সাবমেরিনে যুক্ত হয়ে এখন তার সুফল নিচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

 মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ে তথ্য ও প্রযুক্তির সুফল অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এ খাতে বাংলাদেশ অনেক সম্ভাবনাময়ী। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে এবং লক্ষ্যমাত্রা ২০২১, ২০৩০ এবং ২০৪১-এ পৌঁছাতে হলে সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি জানান একত্রে কাজ করার উদাহরণ হিসেবে আইসিটি বিভাগের সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগের আজকের এই চুক্তি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশ গার্মেন্টস শিল্প অথবা অন্য কোনো শিল্প দিয়ে শুরু করলেও আজ সকল দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। আমাদেরকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সমানতালে চলতে হবে, তাহলেই দেশ এগিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমেরিকা আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ হওয়ার ম্যাজিক হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন। এটা অনুধাবন করেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা এখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের উদ্ভাবনী শক্তিতে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের ইমেজ এখন বিশ্বে অনেক উপরে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে বিতর্ক হয় তখন রেফারেন্স হিসেবে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করা হয় বলেও মন্তব্য করেন মোঃ তাজুল ইসলাম।

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে যখন সরকার গঠন করেন তখন এদেশে ডিজিটাল সেবা বলে তেমন কোনো কিছু ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণে সরকারের সব সেবা প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিটি উপজেলায় নবনির্মিত উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তথ্য ও যোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Establishing Digital Connectivity (EDC) প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রতিটি উপজেলায় নেটওয়ার্ক সুইচরুম, উপজেলা নেটওয়ার্ক, অপারেশন সেন্টার, উপজেলা আইসিটি সার্ভিস ডেস্ক ও উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ল্যাব স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

#

হায়দার/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৮৭

**দেশে কোনো মানুষই গৃহহীন থাকবে না
 -- পরিবেশ মন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বাংলাদেশে কোনো মানুষই আর গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সকল গৃহহীনদের জন্য গৃহের ব্যবস্থা করছে।

 আজ মুজিববর্ষ উপলক্ষে কাবিটা কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার নির্মিতব্য ৫০টি পাকা ঘর নির্মাণের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন ।

 পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসজনিত  মহামারিকালে সমগ্র বিশ্ব বিপর্যস্ত হলেও বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম থেমে থাকেনি। অসহায়, ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মন্ত্রী এ সময় সমাজের বিত্তবান মানুষদের প্রতি আহ্বান জানান।

 পরিবেশ মন্ত্রী এবং জেলা প্রশাসক গৃহ নির্মাণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

#

দীপংকর/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫০৮৬

**আরএমপিতে অপারেশন কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং সেন্টার, কিশোর গ্যাং ডাটাবেজ ও অ্যাপ উদ্বোধন**

রাজশাহী, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর):

 তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অপরাধ দমন ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) সদর দপ্তরে আজ বেলা সাড়ে এগার টায় অপারেশন কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং সেন্টার, কিশোর গ্যাং ডিজিটাল ডাটাবেজ ও হ্যালো আরএমপি অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি) ড. বেনজীর আহমেদ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সৃজনশীল প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও সময়োচিত ব্যবহারই দেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় মেট্রোপলিটন এলাকার অপরাধ ও অপরাধীকে চিহ্নিতকরণ, দমন, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরএমপি কমিশনার মোঃ আবু কালাম সিদ্দিক এর নির্দেশনায় তৈরি করা হয় অপারেশন কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং সেন্টার।

 অপারেশন কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং সেন্টারের মাধ্যমে আরএমপি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও মোড় সিসি ক্যামেরা দ্বারা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হবে। সন্দেহভাজন ও অপরাধীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপরাধীকে শনাক্তকরণসহ আরএমপি এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

 আরএমপি এলাকায় কিশোর অপরাধ দমনে তৈরি করা হয়েছে কিশোর গ্যাং ডিজিটাল ডাটাবেজ। ইতোমধ্যে প্রায় ৪০০ কিশোরের বিস্তারিত তথ্য ডিজিটাল ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিশোর অপরাধের সাথে জড়িত কিশোরদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, অভিভাবকের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, সম্ভাব্য চলাচলের এলাকা, মোবাইল নম্বর, ছবিসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত স্থানীয় থানা পুলিশের মাধ্যমে সংগ্রহ করে এই ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়। ভবিষ্যতে কিশোরদের বিপথে গমন ঠেকাতে আরএমপি’র এই উদ্যোগ খুবই কার্যকরী হবে বলে আশা করা হয়।

 বাংলাদেশ পুলিশের জরুরি সেবা যেমন- পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, অনলাইন জিডি এবং ৯৯৯ জাতীয় জরুরি সেবাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে হ্যালো আরএমপি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে তথ্য প্রদান ও অনলাইনে অভিযোগ করা যাবে।

 বর্তমান বিশ্বের ভয়ঙ্কর নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর জরুরি সেবা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের ওয়েব পোর্টালটিও এই অ্যাপে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া হ্যালো আরএমপি অ্যাপ থেকে আরএমপি’র কর্মকর্তাগণের ফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল এড্রেস সংগ্রহ করা যাবে। আরএমপি’র ওয়েব পোর্টাল ও অনলাইন নিউজ পোর্টালটিও এই অ্যাপের মাধ্যমে দেখা যাবে বলে জানা যায়।

 এ সময় আরএমপি কমিশনার মোঃ আবু কালাম সিদ্দিক ও রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোঃ আব্দুল বাতেন-সহ আরএমপি ও বাংলাদেশ পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

সিকান্দার/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৮৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ হাজার ৬৫০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৪৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৯ হাজার ১৪৮ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৪৫২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৫১ হাজার ৯৬১ জন।

#

দলিল/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৭৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৮৪

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার গতকালের কুইজে স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন : মো. আলাউদ্দীন, মো. সাফায়াত হোসেন ভূঁইয়া, আবদুল্লাহ সরকার, আবদুর রহিম মিঞা সোহান ও ইরাফান খান।

 গতকালের কুইজে ৮২ হাজার ৩৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

 স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৮৩

**বেসরকারিভাবে চালের আমদানি শুল্ক কমিয়ে ২৫ শতাংশ** **পুন:নির্ধারণ**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 বেসরকারিভাবে চালের আমদানি শুল্ক পূর্বের ৬২ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে সরকার। চালের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারি পদক্ষেপসমূহ নিয়ে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার অনলাইন জুম অ্যাপের মাধ্যমে আজ এক সাংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন।

 খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বেসরকারিভাবে চালের আমদানি শুল্ক কমাতে প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দিয়েছেন। বৈধ আমদানিকারকগণ বেসরকারিভাবে চাল আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২১ এর মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করবে। পরবর্তীতে একটা নীতিমালার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে খাদ্য মন্ত্রণালয় চাল আমদানির অনুমতি প্রদান করবে। নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল আমদানির অনুমতি দেয়া হবে বলে মন্ত্রী সম্মেলনে উল্লেখ করেন। সরকারিভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ও জিটুজি পদ্ধতিতে চার লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানি করা হচ্ছে বলেও মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 খাদ্য সচিব ডঃ মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুমের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সারোয়ার মাহমুদসহ খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

সুমন মেহেদী/পরীক্ষিৎ/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৮২

বুড়িমারী স্থলবন্দরে ‘ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ উদ্বোধন

ডিজিটাল সেবা না থাকলে সমগ্র বিশ্ব থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম

 - নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ডিজিটাল সেবা পেয়ে দেশের ১৬ কোটি মানুষ গর্বিত। শ্রমিক-কৃষক থেকে সকলে সেবা পাচ্ছি। ডিজিটাল এ সেবা না থাকলে সমগ্র বিশ্ব থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে ডিজিটাল সেবায় নিয়ে গেছেন। এ ডিজিটাল সেবার স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

 আজ অনলাইনে লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দরে ‘ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বুড়িমারী স্থলবন্দর আরো গতিশীল হবে, স্বচ্ছতা আসবে, হয়রানি কমে যাবে এবং সেবার মান আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুরদর্শী, সাহসী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের ফলে আমরা সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টির মধ্যে আছি।

 উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ২৪ টি স্থল বন্দরের মধ্যে ১২টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে বর্তমানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়কারী বন্দর বুড়িমারী স্থলবন্দর। স্থলবন্দরে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবা সহজীকরণ ও ই-সার্ভিসের আওতায় ‘ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ সফটওয়্যার লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী স্থল বন্দরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে স্থলবন্দরের বিদ্যমান সকল সেবা অনলাইনে সম্পন্ন হবে। স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, সিএন্ডএফ এজেন্ট, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ উপকৃত হবেন ও সেবা গ্রহীতাদের সময় এবং খরচ কমবে এবং স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি প্রসার বৃদ্ধি পাবে। পণ্যবাহী ভারতীয় গাড়ি বন্দর অভ্যন্তরে প্রবেশের সাথে সাথে পণ্যের তথ্য এবং পণ্যের ওজনের তথ্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এসএমএস এবং ইমেইলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে আমদানিকারকের নিকট পৌঁছে যাবে। স্বয়ংক্রিয় বিলিং, পণ্যের পোস্টিং, বন্দরের গেট পাশ, অনলাইন ডেলিভারী, অনলাইন মনিটরিং ও রিপোর্ট-ড্যাশবোর্ড, অনলাইন পেমেন্ট সুবিধা, আমদানিকারক, সিএন্ডএফ এজেন্ট, ভারতীয় গাড়ীচালক এবং পণ্যের তথ্য সংরক্ষণ সুবিধা থাকবে।

 ‘ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’টি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক টেস্টিং এবং ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে হোস্টিং এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে তথ্যের নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত থাকবে। উক্ত সেবা থেকে বুড়িমারী স্থল বন্দরের ১৬টি জনবান্ধব সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং বছরে প্রায় ৭০ হাজার জনগণ সেবা পাবে।

 বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কে. এম. তারিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৮১

**রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করা হবে ২৮ ডিসেম্বর**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

আগামীকাল দুপুর সাড়ে ১২ টায় রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে ‘রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮’ প্রদান করা হবে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে এ পুরস্কার প্রদান করবেন।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এফবিসিসিআই’র সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এবং সভাপতিত্ব করবেন শিল্পসচিব কে এম আলী আজম।

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতে অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ, আকৃষ্ট ও উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮ এর জন্য ছয়টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৯টি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্প ৪টি, মাঝারি শিল্প ৪টি, ক্ষুদ্র শিল্প ৩টি, মাইক্রো শিল্প ৩টি, কুটির শিল্প ৩টি এবং হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে ২টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/জসীম/কুতুব/২০২০/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৮০

**2q el© Abvm© we‡kl cix¶vi dig c~i‡Yi ms‡kvwaZ mgqm~wP cÖKvk**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 RvZxq wek¦we`¨vj‡qi 2011-2012 Ges 2012-2013 wkÿve‡l©i 2q el© Abvm© (we‡kl) cixÿv AwbqwgZ A\_ev AK…ZKvh© wkÿv\_©x‡`i dig c~iY K‡ivbv fvBivm-Gi Kvi‡Y ¯’wMZ Kiv nq| ¯’wMZ G dig c~iY AvR †\_‡K ïiæ n‡q AvMvgx 17 Rvbyqvwi ch©šÍ Pj‡e|

 dig c~iYmn Ab¨vb¨ we¯ÍvwiZ Z\_¨ RvZxq wek¦we`¨vj‡qi I‡qemvBU [www.nubd.info/honours-](http://www.nubd.info/honours-) †\_‡K cvIqv hv‡e|

#

ফয়জুল/পরীক্ষিৎ/জসীম/কুতুব/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৭৯

**রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ১২** পৌষ **(২৭** ডিসেম্বর**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ‘**রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৮’ প্রদান অনুষ্ঠান** উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘**রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৮’ প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই।**

 **সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। স্বাধীনতার পরে তিনি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই ‍ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার পদাংক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশব্যাপী শিল্পখাতের কার্যকর বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত শিল্পায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি খাতভিত্তিক পৃথক নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সরকারের গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে দেশে টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পখাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে এগিয়ে আছে। ২০২১ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পখাতের অবদান বর্তমান ৩৫.১৪ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে আমাদের সর্বাত্মক প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।**

 **সারা বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারা চলছে। এই বিপ্লব শিল্প উৎপাদনে ব্যাপক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এনেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক টেকনোলজির ব্যবহার শিল্প উৎপাদনের ধারা পাল্টে দিয়েছে এবং আগের তুলনায় উৎপাদনশীলতা অনেক বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারাই এসব প্রযুক্তির ব্যবহারে এগিয়ে রয়েছেন। বাংলাদেশেও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা তৈরি হয়েছে। এ ধারা এগিয়ে নিতে আমাদের সরকার সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এতে করে দেশের শিল্পখাত উজ্জীবিত হচ্ছে এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা বেগবান হচ্ছে।**

 শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘**রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার’ প্রদানও আমাদের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতি সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে আমি মনে করি, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা শিল্পখাতে তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত হবেন। তাঁরা নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মনোযোগী হবেন এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে রপ্তানি বৃদ্ধিতেও অবদান রাখবেন। ফলে একদিকে যেমন উদ্যোক্তারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে। দেশে নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস।**

 **শিল্পায়নে চলমান ধারা অব্যাহত রেখে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো, ইন্‌শাআল্লাহ।**

 **আমি** ‘**রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৮’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।**

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জসীম*/আসমা/২০২০/১২০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৭৮

**পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে ধামরাই-এ** **আজ মধ্যরাত থেকে** **যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 ঢাকা জেলার ধামরাই পৌরসভা নির্বাচন আগামীকাল ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে আজ ২৭ ডিসেম্বর মধ্যরাত ১২টা থেকে ২৮ ডিসেম্বর মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় ট্রাক ও পিক-আপ চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ঢাকা জেলা প্রশাসন।

 এছাড়াও ২৬ ডিসেম্বর মধ্যরাত ১২টা থেকে ২৯ ডিসেম্বর সকাল ৬টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় মোটর সাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

 ঢাকা জেলা প্রশাসন এ সংক্রান্ত একটি গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

 প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনী এজেন্ট, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক, নির্বাচনে সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনের বৈধ পরিদর্শক এবং জরুরি কাজে নিয়োজিত এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক ও টেলিযোগাযোগ কাজে ব্যবহৃত যানবাহন চলাচলের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। জাতীয় মহাসড়ক, বন্দর ও জরুরি পণ্য সরবরাহসহ অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে পারবেন।

#

পরীক্ষিৎ/জসীম/কুতুব/২০২০/১২৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৭৭

**বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি-সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা শুরু আগামীকাল**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর):

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবাষিকী উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ২৮-৩০ ডিসেম্বর রাঙামাটির সাজেক থেকে বান্দরবানের থানচি পর্যন্ত ‘বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি-সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা-২০২০’ অনুষ্ঠিত হবে।

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মু্দ আগামীকাল সকাল ৮ টায় সাজেকে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বাসন্তী চাকমা। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: সফিকুল আহম্মদ।

 পাহাড়ে নতুন মাত্রা সংযোজন, পার্বত্য অঞ্চলে অ্যাডভেনচার ক্রীড়া পর্যটনকে অগ্রসর করা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে মাউন্টেইন বাই-সাইকেলের সাথে পরিচিত করা, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা, নতুন প্রজন্মকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্দেশ্য।

 প্রতিযোগীরা সাজেক থেকে বান্দরবানের থানচি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ কি.মি. দূরত্ব অতিক্রম করবে। ১ম দিন ২৮ ডিসেম্বর সাজেক থেকে রাঙামাটি চিং হ্লা মং চৌধুরী মারী স্টেডিয়াম, ২য় দিন রাঙামাটি চিং হ্লা মং চৌধুরী মারী স্টেডিয়াম থেকে বান্দরবান স্টেডিয়াম, ৩য় দিন বান্দরবান স্টেডিয়াম থেকে থানচি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ হবে।

 প্রতিযোগিতায় ১০০ জন অংশগ্রহণ করবেন। স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫ জন, জাতীয় ও বিদেশি পর্যায়ের ৫৫ জন। প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ান পাবেন ৩ লক্ষ টাকা, প্রথম রানারআপ ২ লক্ষ টাকা ও দ্বিতীয় রানার আপ ১ লক্ষ টাকা পাবেন এবং বিশেষ পুরস্কার থাকছে ১ লক্ষ টাকা।

 ৩০ ডিসেম্বর থানচিতে প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

#

নাছির/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৭৬

**রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ‘রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮’ প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ‘রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮’ প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

 শিল্পায়ন একটি জ্ঞানভিত্তিক ও সৃজনশীল প্রয়াস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বহমান স্বাধীনতার পরপরই দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি দেশীয় কাঁচামাল-নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে তোলার মাধ্যমে শিল্পখাতে সমৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা জোরদার করেছিলেন। স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতির কাঙ্খিত অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বীর বাঙালি জাতি কখনো কোনো অপশক্তির কাছে মাথানত করেনি। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পায়নের ধারাকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। শিল্প-কারখানায় আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। ফলে দেশেই এখন বিশ্বমানের শিল্পপণ্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্হান ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। সরকারের এ সকল উদ্যোগ শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্হান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

 শিল্পখাতে কর্মসংস্হান সৃষ্টি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের বহুমূখীকরণে বেসরকারি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বেসরকারি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়মিত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ‘রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার’ প্রদান করে আসছে। আমি সম্মাননাপ্রাপ্ত সকল শিল্পোদ্যোক্তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি, এ উদ্যোগ জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের চলমান ধারাকে সুসংহত করবে এবং এর মাধ্যমে সামগ্রিক জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরো বেগবান হবে।

 আমি ‘রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮’ প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৭৫

**বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর):

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামীকাল ২৮ ডিসেম্বর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী ‘*বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা-২০২০’ অনুষ্ঠিত হবে।* প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই *প্রতিযোগিতা* উপলক্ষ্যে *নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন* :

 “সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৮-৩০ ডিসেম্বর ‘বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা-২০২০’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

 ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত এ কর্মসূচিটি বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে নবীন প্রজন্মকে দুঃসাহসিক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জাতিগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগে গুরু্ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। রাঙামাটির সাজেক থেকে বান্দরবানের থানচি পর্যন্ত ৩০০ কিলোমিটার দূরত্বের এই প্রতিযোগিতায় ১০০ জন মাউন্টেন বাইকার অংশগ্রহণ করছেন।

 পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় দুই দশক ধরে চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাতময় পরিস্থিতি উত্তরণে এবং এ অঞ্চলে স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি করে। এই চুক্তির পর থেকে আমরা পার্বত্যবাসীর জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমাদের সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার সুফল পার্বত্যবাসী আজ ভোগ করছেন। পার্বত্য অঞ্চল এখন আর কোন পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়।

 পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ১২টি জাতিগোষ্ঠীর অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংস্কৃতি ও বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য এ অঞ্চল সারা দেশের জনগণের নিকট অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর্যটকরাও এখন পার্বত্য অঞ্চল ভ্রমণে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন যা শান্তিচুক্তির আগে ছিল অলীক কল্পনা।

 ‘বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা-২০২০’ আয়োজনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই পর্যটনের প্রচার ও প্রসার ঘটবে এবং নতুন প্রজন্ম দেশের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে। এ প্রতিযোগিতা পর্যটন খাতের অগ্রগতি ও টেকসই পর্যটনের উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

 আমি আশা করি, পাহাড় ও সমতলের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সারা দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

 আমি ‘বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা-২০২০’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৭৪

**বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা, ১২** পৌষ **(২৭** ডিসেম্বর**) :**

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামীকাল ২৮ ডিসেম্বর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী ‘*বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা-২০২০’ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ* এই *প্রতিযোগিতা* উপলক্ষ্যে *নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন* :

 *"সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ‘বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা-২০২০’ আয়োজন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশ্বনন্দিত* ‘Tour-de-France’ *প্রতিযোগিতার আদলে এ আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে এডভেনচারধর্মী কার্যক্রমে উৎসাহিত করবে বলে আমি মনে করি।*

 *পার্বত্য অঞ্চল দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে একটি অনন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। বিশেষ করে এখানকার ভূ-প্রকৃতি পর্বতারোহণ, ট্র্যাকিং, হাইকিং, বাঞ্জি জাম্পিং, মাউন্টেন বাইকিং, র‌্যাফটিং, কায়াকিং, জিপ-লাইনিং, প্যারাগ্লাইডিংসহ বিভিন্ন এডভেনচারধর্মী আয়োজনের জন্য উপযুক্ত। ‘বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা’ সাজেক, রাঙ্গামাটি হতে শুরু হয়ে রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর হয়ে ৩০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বান্দরবানের থানচিতে শেষ হবে। ১০০ জন মাউন্টেন বাইকার এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। আমি আশা করি, এ আয়োজন পার্বত্য অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি ও নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেশ-বিদেশের এডভেনচারপ্রিয় তরুণদের আকর্ষণের পাশাপাশি এ অঞ্চলে টেকসই পর্যটনের প্রচার ও প্রসারে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে।*

 *দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের পাশাপাশি পাহাড় ও সমতলের অধিবাসীদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন সুদৃঢ় করতে নিয়মিত মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতার মতো আয়োজন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আমি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাইকারদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আশা করি, এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম রোমাঞ্চকর কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে উৎসাহী হবে এবং দেশের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবে।*

 *আমি বঙ্গবন্ধু ট্যুর-ডি সিএইচটি মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।*

 *জয় বাংলা।*

 *খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।"*

*#*

*হাসান/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১০২০ ঘণ্টা*